

📖 রমায়ানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায় - রোযার বিভিন্ন আদব

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফতার করলে

সূর্য ডুবে গেছে মনে করে রোযাদার ইফতার করে নেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, সূর্য এখনও ডুবে নি, তাহলে সঠিক মতে তার রোযা শুদ্ধ; তাকে কাযা করতে হবে না। কারণ, সে না জেনেই ইফতার করে ফেলেছে। আর অবস্থা (সময়) না জেনে রোযা নষ্টকারী জিনিস ব্যবহার করলে তার এ (না জানার) ওয়র গ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া আসমা বিন্তে আবী বাক্র (রাঃ) বলেন, ‘নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে একদা আমরা মেঘলা দিনে ইফতার করলাম। তারপর সূর্য দেখা গেল।’[1] সুতরাং তাঁরা সূর্য ডুবে গেছে মনে করেই দিনের বেলায় ইফতার করেছিলেন। অতএব অবস্থা বা সময় তাঁদের অজানা ছিল; শরীয়া নির্দেশ নয়। তাঁদের ধারণায় ছিল না যে, সে সময়টা দিনের বেলা। আর মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে সে দিনকে কাযা করতেও আদেশ দেননি। পক্ষান্তরে (উক্ত অবস্থায়) কাযা ওয়াজেব হলে তা শরীয়তরূপে পরিগণিত এবং তার বর্ণনা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত হত। অতএব তা যখন সুরক্ষিত নেই এবং সে ব্যাপারে কোন নির্দেশ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত নেই, তখন মৌলিক অবস্থা হল, দায়িত্বমুক্ত হওয়া এবং কাযা না করা।[2]

ফুটনোট

[1] (বুখারী ১৯৫৯, আবু দাউদ ২৩৫৯, ইবনে মাজাহ ১৬৭৪নং)

[2] (আশশারহুল মুমতে’ ৬/৪০২-৪০৩, ৪১০-৪১১)

🔗 Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4037>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন